কুষ্টিয়ায় ওয়ান ব্যাংকের উদ্যোগে ও সেতু সংস্থার আয়োজনে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

ওয়ান ব্যাংকের উদ্যোগে ব্যাংকের বিশেষ করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) আওতায় কুষ্টিয়ায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

রবিবার (১৮জুলাই) কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি এলাকায় ওয়ান ব্যাংকের উদ্যোগে ও সেতু সংস্থার আয়োজনে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ান ব্যাংকের খুলনা জোনের হেড অব ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল মান্নাফ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মুরাদ হোসেন, ওয়ান ব্যাংকের কুষ্টিয়া শাখার ব্যবস্থাপক মো. বাশারুল ইসলাম, সেতু এনজিওর পরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম, সমন্বয়কারী মোছাঃ নাজমুন্নাহার, ফিনান্স ম্যানেজার শাহানাজ পারভীন, আইসিটি ব্যবস্থাপক সঞ্জয় বিশ্বাস, পোড়াদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম, সেতু’র সাবেক সভাপতি ও সাধারণ পরিষদের সদস্য মোঃ ওমর আলী, সেতু’র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ জনিরুল ইসলাম, হাজরাহাটী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম সহ সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

সেতু এনজিওর পরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম জানান, করোনা মহামারিতে কুষ্টিয়া জেলায় মোট ৩০৮ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রত্যেককে ১৫ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি আটা, ১ কেজি ডাল, লবন, পেয়াঁজ, ১০০ গ্রাম মরিচের গুড়া ও ১টি সাবানসহ প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পুনাকের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ

কুষ্টিয়ায় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) এর উদ্যোগে অসহায়ের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে পুনাক কুষ্টিয়ার উদ্যোগে পুলিশ লাইন্স মাঠে এক অনুষ্ঠানে এসব বিতরণ করা হয়।

পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) কুষ্টিয়ার সভানেত্রী দিলরুবা আলম (সহধর্মিণী, পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া) প্রধান অতিথি হিসেবে এ মহতি কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করেন।

কুষ্টিয়া পুনাক সভানেত্রী দিলরুবা আলম বলেন, মহামারী করোনা ভাইরাস ও চলমান লকডাউনের কারনে এই মুহুর্তে নিম্ন আয়ের গরীব, অসহায়, দুস্থদের পাশে দাড়ানো খুবই প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, এখন সময় এসেছে মানবতা দেখানোর; আসুন আমরা মানবতা দেখাই; আপনার আশেপাশের অবহেলিত যে সব মানুষ আছে তাদের পাশে দাঁড়াই।

তিনি আরো বলেন, একটা সুস্থ স্বাভাবিক ছোট সংগঠন অন্য আরো কয়েকটা মানুষের দায়িত্ব নিতে পারে; আসুন এভাবে আমরা করোনা কালে মানবতার হাত বাড়িয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাড়াই। করোনা মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুষ্টিয়া পুনাক সভানেত্রী এ সময় স্বাস্থ্যবিধি ও মাস্ক পরার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে শতাধিক পরিবারের মাঝে করোনাকালীন ঈদ উপহার, মাস্ক ও ২ (দুই) জন প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন খায়রুন নেসা, সাধারণ সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ (সহধর্মিণী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশাসন ও অপরাধ), মোমিনা খানম, দপ্তর সম্পাদিকা (সহধর্মিণী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসবি) আনিতা আশরাফী, উৎপাদন সম্পাদিকা (সহধর্মিণী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর) ও পুনাক কুষ্টিয়ার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়া ডেডিকেটেড হাসপাতালের করোনা ইউনিটে তাদের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে করোনায় সাতজন ও উপসর্গে চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৭ জুলাই) সকালে হাসপাতালের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মো. মেজবাউল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় পিসিআর ল্যাবে জেলায় ২৮০ টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে নতুন করে ৮৮ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ৩১ দশমিক ৪২ ভাগ। নতুন শনাক্তদের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ৬২ জন, দৌলতপুরে তিনজন, কুমারখালীতে তিনজন, মিরপুরে ১৭ জন ও খোকসায় তিনজন রয়েছেন।

মো. মেজবাউল আলম বলেন, বর্তমানে ২৮৫ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২১৮ জন ও উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন আরও ৬৭ জন।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ১১ হাজার ৭৬২ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন সাত হাজার ৫২৫ জন। মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৭ জনে।

একজন মানুষও না খেয়ে থাকবে না: হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবু্বউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন থাকবেন একজন মানুষও না খেয়ে থাকবে না। কাউকে খাবারের কষ্টে থাকতে হবে না।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে

বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া জিলা স্কুল মাঠে করোনাকালীন দুঃসময়ে অসহায় দুঃস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে একথা বলেন তিনি।

মাহবু্বউল আলম হানিফ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপহার নিয়ে এসেছি কুষ্টিয়ার শহর এবং গ্রামের কর্মহীন হয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে।

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, যতদিন করোনাকালীন এই দুর্যোগ থাকবে ততদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখবেন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (ডিডিএলজি) মৃনাল কান্তি দে, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সিরাজুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাধন কুমার পাল, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক প্রকৌশলী ফারুক উজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন রাজু, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা।

আড়াই হাজার নারী পুরুষের মাঝে এই খাদ্য সরবরাহ করেন।

অক্সিজেনের অভাবে কাউকে মরতে দেবোনা- এমপি হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ভাই এমপি বলেছেন, অক্সিজেনের অভাবে কোন রুগীর যেন মৃত্যু না ঘটে। একজন ব্যক্তিও যেন বিনা চিকিৎসায় না মরে। সেদিকে তৎপর থাকতে হবে।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আয়োজনে করোনা সংকটে-মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি আরও বলেন, শতভাগ স্বাস্থবিধি মানতে হবে। জীবিকার চেয়ে জীবনের মুল্য অনেক বেশী এই বোধ সাধারন মানুষের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ আব্দুল মোমেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-৪ খোকসা কুমারখালি আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম, পু্লশি সুপার খাইরুল আলম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, বিএমএ’র সভাপতি ডাঃ এস এম মুস্তানজিদ প্রমুখ। যাদেরকে অভিযান চলাকালীন সময়ে পাওয়া গেছে তাদেরকে নির্দিষ্ট একটা টাইম দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে দোকান সরিয়ে নিতে অন্যথায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।এসময় সহযোগিতা করেন কার্পাসডাঙ্গার পুলিশ ফাঁড়ি। ও বিজিবি সদস্যরা প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় ফাতেমা খাতুন (১৪) নামের নবম শ্রেণীর পড়ুয়া এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার ভাঙ্গা বটতলা এলাকার শহীদুল ঠাকুরের ইট ভাটার পাশের একটি ভুট্রা ক্ষেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ফাতেমা মিরপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের সাইফুল ইসলামের মেয়ে। মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি গোলাম মোস্তফা জানান, বিকেলে ভুট্টা ক্ষেতে তরুণীর মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।

ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কেন এবং কিভাবে এ হত্যাকান্ড ঘটেছে এ বিষয়ে পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলেও জানান। এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) খাইরুল আলম।

কুষ্টিয়া ইউ,এস,এ ইনক’র সহযোগিতায় ৬ উপজেলায় অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ

করোনা মহামারির কারণে অক্সিজেন সংকট নিরসনে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলার করোনা রোগীদের জন্য ৩০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার সেট দিয়েছে কুষ্টিয়া জিলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক। একই সাথে হ্যান্ড সেনিটাইজার, সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও সেভ গার্ড বিতরণ করা হয়। বুধবার দুপুরে এক অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রতিনিধির কাছে এগুলো হস্তান্তর করা হয়।

করোনাকালীন সময়ে কুষ্টিয়াবাসীর পাশে প্রবাস থেকে জনস্বার্থে “আমরা আছি সবসময়” এ স্লোগানকে সামনে রেখে
কুষ্টিয়া জিলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক এর সংগঠনদের সৌজন্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ এসব সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া জিলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক এর প্রতিনিধি মোমিনুল ইসলাম, হারুন অর রশীদ হিরু, কুমারখালী, খোকসা, মিরপুর, ভেড়ামারা ও দৌলতপুর উপজেলার প্রতিনিধিরা সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জিলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক এর সভাপতি আবু মুসা জানান, করোনার এ সংকটের মুহুর্তের এ সময়েও সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যবোধের জায়গা থেকে কুষ্টিয়া জিলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক মানুষের পাশে থেকেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম এখানেই শেষ নয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে

যতটা সম্ভব করা হবে।

কুষ্টিয়া জিলা সমিতি ইউ,এস,এ ইনক এর সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান জানান,
আমরা যারা কুষ্টিয়ার মানুষ এই নিউইয়ার্কে অবস্থান করছি আমরা এই সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রাখি পাশাপাশি সব সময় দেশের সব ধরনের দুর্যোগে পাশে থেকেছি, আছি এবং থাকবো।

তিনি আরও জানান, দেশে প্রায় দেড় বছর ধরে করোনার সংকট চলছে। সম্প্রতি কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে, গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারী করোনাভাইরাস। অনেক রোগী মারা যাচ্ছে, অক্সিজেনের সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা আমাদের সাধ্যমত জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো পৌঁছে দিচ্ছি। যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে করোনায় আক্রান্ত রোগীর অক্সিজেন সঞ্চালনের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আমাদের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত-২

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শফিউল আজম ও এনামুল ইসলাম নামে দুজন নিহত হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের লক্ষ্মীপুর মধুপুর কলারহাটের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শফিউল আজম খয়েরপুর গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে। তিনি সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।
এবং এনামুল আমলা চরপাড়া গ্রামের আব্দুল গনি মন্ডলের ছেলে। নিহত দুজন মামাতো-ফুফাতো ভাই।

পুলিশ জানায়, শফিকুল আজম তার কর্মস্থল সাতক্ষীরা থেকে সকালে মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ী কুষ্টিয়ার আমলার খয়েরপুরে আসছিলেন। মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন তার মামাতো ভাই এনামুল ইসলাম। পথে মধুপুরে রডবাহী একটি ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এনামুলের মৃত্যু হয় আর হাসপাতালে নেয়ার পর শিক্ষক শফিউল আজমের মৃত্যু হয়।

নিহত শিক্ষক শফিউলের ভাইরা ভাই স্বপন জানান, মাকে দেখার জন্য শফিউল তার মামাতো ভাই এনামুলের সাথে সাতক্ষীরা থেকে কুষ্টিয়ার আমলার খয়েরপুরে আসছিল এসময় মধুপুরে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় টিকা নিতে কেন্দ্রে উপচে পড়া ভীড়, উপেক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি

গত ২৪ ঘন্টায় ৯৯০ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ২৯১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়। এছাড়াও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয় সুত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে করোনার ভ্যাকসিন (টিকা) নিতে কুষ্টিয়ার কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে মানুষের উপচে পড়া ভীড় দেখা গেছে। সকাল সাড়ে ৯ টায় টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হলেও ভোর থেকেই মানুষ কেন্দ্রে ভীড় জমাচ্ছেন।

টিকা প্রদান শুরু হওয়ার আগেই সেখানে হাজার-হাজার মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। সেখানে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন প্রবণতা দেখা যায়নি। মানুষের উপচে পড়া ভীড় সামাল দিতে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে ভীড়ের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই সোমবার বেলা পৌনে ১২ টায় টিকা ফুরিয়ে যায়। টিকা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নিজেদের গন্তব্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত শনিবার থেকে কুষ্টিয়ায় শুধু একটি কেন্দ্রে করোনার টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে গত দু দিন ধরে কুষ্টিয়া আরপিটিআই কার্যালয় কেন্দ্রে এই টিকা প্রদান কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু সেখানে মানুষের উপচেপড়া ভীড়ের কারণে স্থান সংকুলন না হওয়ায় রোববার কেন্দ্র পরিবর্তন করে পাশেই কুষ্টিয়ার কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নেয়া হয়। গতকাল সোমবার টিকা প্রদান কেন্দ্র কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় , আগের দিনের মতই সেখানে ভীড় উপচে পড়ছে। বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষের একটি কক্ষে পুরুষ আর একটি কক্ষে নারীদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। কক্ষ থেকে শুরু হওয়া লাইন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাঠ ছাপিয়ে একেবারে প্রধান ফটকের বাইরে চলে গিয়ে রাস্তায় এসে ঠেকেছে। বাইরে ও সামনের সড়কে মানুষের দীর্ঘলাইন। সব মিলিয়ে অন্তত চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ টিকা কেন্দ্রে জড়ো হয়েছেন। টিকা নিতে আসা লাইনে দাঁড়ানো কয়েক জনের সাথে কথা হয়।

তারা জানান, গত চার দিন আগে তারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন। কিন্তু কোনো এসএমএস পাননি। তারপরও এসেছেন টিকা নিতে। আবার কয়েকজন জানান, তাঁরা এসএমএস পাওয়ার পর টিকা নিতে এসেছেন। টিকা নিতে আসা কাকলী খাতুন জানান, টিকা নেয়ার জন্য তিনি সকাল ৭ টায় কেন্দ্রে এসেছেন। একটু আগে তিনি টিকা নিতে পেরেছেন। টিকা নিতে এসে ধাক্কাধাক্কি; আর অব্যবস্থাপনা দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সিভিল সার্জন ডা: এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, শনিবার টিকা নেয়ার জন্য ৩২৬ জনকে এসএমএস পাঠানো হয়, রোববার ৫শ জন এবং সোমবার ৬শ জনকে এসএম এস পাঠানো হয়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ টিকা নেয়ার জন্য ভীড় জমানোর কারণে শনিবার ১০২৮ জন, রোববার ১০৫৬ জন এবং সোমবার ৬শ জনকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। সিভিল সার্জন জানান, যারা এসএমএস পাচ্ছেন কেবল মাত্র তারাই টিকা নিতে পারবেন। কিন্তু কেউই কথা শুনছেন না।

শুধু রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়েই টিকা নিতে কেন্দ্রে চলে আসছেন। আগের তুলনায় এখন টিকা নিতে ভিড় বাড়ার কারণ কি এ প্রশ্নের জবাবে সিভিল সার্জন জানান, আগে বয়স ছিল ৪০ বছর। এখন বয়স ৩৫ বছর করা হয়েছে। তাছাড়া মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। যে কারণে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ টিকা নিতে কেন্দ্রে ভিড় করছেন। এদিকে ভীড়ের কারণে পরিস্থিতি সামাল দিতে টিকা কেন্দ্রে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। যারা এসএমএস পাবেন কেবল মাত্র তাদেরকেই

টিকা প্রদান করা হবে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে কুষ্টিয়া শহরে এ সংক্রান্ত মাইকিং করার প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জুন থেকে কুষ্টিয়ায় চীনা ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ প্রদান শুরু হয়। তবে সেই টিকা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। স্বাস্থ্য বিভাগ, মেডিকেল ষ্টুডেন্টসহ দশ ক্যাটাগরির মানুষ এই টিকা নিতে পেরেছেন। আর সাধারণের জন্য যারা অনেক আগে রেজিষ্ট্রেশন করেছিলেন তাদেরকে গত শনিবার থেকে টিকা দেয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার (১৩ জুলাই) থেকে জেলা সদর ও উপজেলায় একযোগে গণটিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হবে। জেলায় এবার ৩০ হাজার ৪শ টিকা পাওয়া গেছে। সদরের জন্য ১০ হাজার ৪শ এবং বাকি ৫ উপজেলায় ২০ হাজার টিকা প্রদান করা হবে বলে জানা গেছে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ৯৯০ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ২৯১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়। এছাড়াও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মিরপুর মাজিরহাটে মাঠের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ, হুমকির মুখে ফসলী জমি ও বসতি

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের মাজিরহাট গ্রামে মাঠের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বেশ কিছু ফসলি জমি অনাবাদিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু বাড়ি-ঘর জলাবদ্ধতার কারনে হুমকির মুখে পড়েছে। এ

ঘটনায় দ্রুত মাঠের জলাবদ্ধতার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, উপজেলার মাজিরহাট জিয়েলগাড়ী ও মহিষাদাড়ী গ্রামের মাঠের ৫-৭শ বিঘা ফসলি জমি রয়েছে। সেখানে বর্ষাকালে জমে থাকা বৃষ্টির পানি ওই গ্রামের রাস্তার কালভার্টের মুখ দিয়ে নিষ্কাশন হতো।

দীর্ঘদিন ধরে এ মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য হাজীর খাল দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা হতো। হঠাৎ ই সেই মাঠের পানি নিষ্কাশনের খালটির

কিছু অংশ জোরপূর্বক মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়। মাজিরহাট গ্রামের বাধপাড়া এলাকার মৃত জিন্দার আলীর ছেলে ঈদবার আলী, আঃ হান্নান ও মান্নান তিন ভাই যোগসাজশে এ খাল ভরাট করে। যার ফলে মাঠের পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় পানি জমে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া এতে জিয়েলগাড়ী ও মহিষাদাড়ী গ্রামের ঘরবাড়িও পানিতে নিমজ্জিত হয়। এতে ভোগান্তি বেড়েছে হাজারো পরিবারের।

কৃষক জহুরুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিনের এ মাঠটির পানি নিষ্কাশনের জন্য এই হাজীর খালটি ব্যবহার করা হতো। আমদের বাপ দাদাদের সময় থেকে এটি ব্যাবহার হয়ে আসছে। অথচ ঈদবার আলী, আঃ হান্নান ও মান্নানদের এলাকার প্রভাবশালী ও লাঠির জোর থাকায় তারা জোরপূর্বক খালের মাথার অংশ ভরাট করে দেয়। শুধু তাই নয়, সেই খাল থেকে ক্যানেলে পানি নিষ্কাশনের জন্য সরকারি কালভার্টের এক অংশে মাটি ভরাট করে ধানের চারা বপন করেছে। একটু বৃষ্টিতেই পুরো মাঠের জমির পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষক আয়নাল মন্ডল, লিয়াকত আলী মোল্লা, আইজেল মোল্লা বলেন, জলাবদ্ধতার কারণে ফসলি জমি অনাবাদি জমি হিসাবে পরিণত হয়েছে। এছাড়া মাঠে পানি বৃদ্ধির কারণে জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে পড়েছেন আশেপাশের এলাকার বেশ কিছু পরিবার। দ্রুত মাঠের জলাবদ্ধতার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তারা।

মহিষাগাড়ী (১ নং ওয়ার্ড) আ’লীগের সভাপতি মিরাজুল ইসলাম জোয়ার্দার বলেন, কয়েক গ্রামের এ মাঠে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের জন্য একশো বছরের হাজী খালটি ব্যবহার করে আসছে কৃষকরা। কিন্তু হঠাৎই এ খালের কিছু অংশ ভরাটের ফলে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়ায় ফসল নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় চেয়ারম্যানকে আমরা বেশ কয়েকবার বলেও পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারিনি। খাল বন্ধ করা আঃ মান্নানের সাথে মুঠোফোনে কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

এ ব্যাপারে কুর্শা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওমর আলী বলেন, বিষয়টি স্থানীয় লোকজন আমাকে জানিয়েছে। দ্রুত উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে।